দৈনিক খবর / ১৩

তারিখ 11 MAR 1992
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

ঢাকা ঃ বুধবার, ২৭শে ফাল্গুন, ১৩৯৮ বাংলা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি সমস্যা

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পরে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অনার্স কোর্সে ভর্তি হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এ ক্ষেত্রে অন্যান্য বিশ্ববিদালয়ের তুলনাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা অধিকতর প্রকট। প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়তেই অবশ্য একটি কোর্সের আসন সংখ্যার তুলনাতে ভর্তি হতে ইচ্ছুক প্রার্থীদের সংখ্যা হয়ে থাকে অনেক বেশী। এ ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরই চাপ পড়ে সব চাইতে বেশী। ঢাকা বোর্ডের অধীনস্থ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা লক্ষ সংখ্যাকে অতিক্রম করে গেছে। তার মধ্যে বিভিন্ন বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাও জাতীয়ভাবে শিক্ষার অবস্থার দিক থেকে বিপুল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীদের আবেদনপত্রের সংখ্যা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদ মিলিয়ে মোট আসন সংখ্যার প্রকাশিত সংবাদ থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সমস্যার গভীরতাটি আমরা বুঝতে পারি।

প্রকাশিত তথ্য থেকে দেখা যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান, বাণিজ্য, কলা, সমাজবিজ্ঞানঃ সব অনুষদ মিলিয়ে অনার্স কোর্সে ভর্তি হওয়ার আসন সংখ্যা ৪ হাজারের কম (৩৭০০)। কিন্তু এবার এই কোর্সে ভর্তির আবেদনপত্র এ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিক্রি হয়েছে ৪৪ হাজারের উপর। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিত্যদিনের বোমাবাজির মধ্যেও বিরাট ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে যারা আবেদনপত্রের ফর্ম সংগ্রহ করেছে, তারা সকলে প্রয়োজনীয় শর্তাদি পূরণ করে আবেদনপত্র পেশও করবে। প্রত্যেকটি অনুষদের আসন শক্তি বিশ্লেষণ না করে এটা এখনই বলা যায় যে, ৪৪ হাজার ছাত্র-ছাত্রী যদি ভর্তির আবেদন করে তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট আসন সংখ্যা যখন ৩৭০০ অর্থাৎ ৪ হাজারের কম, তখন একটি আসনের জন্য গড়ে ১১টির অধিক আবেদনপত্র পড়বে। অর্থাৎ ভর্তি হওয়ার জন্য একজন প্রার্থীকে অন্ততঃ ১১ জন প্রার্থীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে।

বস্তুতঃ এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না, বাংলাদেশের শিশু শ্রেণী থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি পরীক্ষাই হচ্ছে আসল পরীক্ষা। অবশ্য এ ক্ষেত্রে শিশু স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত ভর্তি এবং পরীক্ষার ক্ষেত্রে আসলে যার পরীক্ষা হচ্ছে সে হচ্ছে বাংলাদেশের গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার পরীক্ষা এবং সে পরীক্ষায় বছর থেকে বছরে আসল পরীক্ষার্থী তথা শিক্ষা ব্যবস্থা যে শোচনীয়ভাবে অকৃতকার্য তথা ফেল করে চলেছে তাতেও কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

ভর্তির আবেদন করার যোগ্যতা হিসেবে ন্যূনতম শর্ত নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। প্রার্থীকে অন্ততঃ ২য় বিভাগে তার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হতে হবে। এমন যদি হত যে, এই ন্যূনতম শর্তের ভিত্তিতে, পেশ করা আবেদনপত্রের প্রার্থীদের মেধার ভিত্তিতে অপর কোন পরীক্ষা গ্রহণ না করে আসন সংখ্যার ভিত্তিতে ভর্তি করা হবে, তা হলেও ভর্তির ঝকমারি কিছুটা কম হত। কিন্তু তা নয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ভর্তি-ইচ্ছুক আবেদনকারীদের পুনরায় পরীক্ষা গ্রহণ করবে। আবার সেই পরীক্ষাতেও নম্বরগত মেধার দিক থেকে উপরের দিকে যারা থাকবে তাদের সকলেই যে ভর্তি হতে পারার সৌভাগ্য লাভ করবে তারও কোন নিশ্চয়তা নেই।

কিন্তু আমাদের কথা হল, কেবলমাত্র আসন সংখ্যার সীমাবদ্ধতার কারণে যাদের অযোগ্য ঘোষণা করে ভর্তি হতে দেয়া হবে না, তাদের অপরাধ কি এবং তারা যাবে কোথায়? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন সংখ্যার সীমাবদ্ধতাই কি আবেদনকারীদের আসল অযোগ্যতা? আমরা মনে করি, যেহেতু এই ৪৪ হাজার প্রার্থীর উচ্চতর তথা অনার্স ডিগ্রী কোর্সে ভর্তি হওয়ার ন্যূনতম যোগ্যতা রয়েছে, সে কারণে তাদের উচ্চতর কোর্সে শিক্ষা লাভ করার সুযোগ রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে দিতে হবে। যোগ্য প্রার্থীকে অযোগ্য ঘোষণা করার নৈতিক অধিকার শিক্ষা বিভাগ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় কারুরই থাকা উচিতনয়।

অধিকতর আলোচনাতে না গিয়ে আমরা বলব, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজের শিক্ষার মান বজায় রাখার স্বার্থে এবং ভর্তি হতে ইচ্ছুক এবং যোগ্য সকল প্রার্থীকে উচ্চতর কোর্সে ভর্তি হওয়ার সুযোগদানের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর থেকে সংখ্যার এই চাপকে অবিলম্বে হ্রাস করে সহনীয় পর্যায়ে নিয়ে আসতে হবে এবং তা করার জন্য অবিলম্বে জগন্নাথ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়কে যেমন পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা দানকারী, পরীক্ষা গ্রহণকারী এবং ডিগ্রী প্রদানকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করতে হবে, তেমনি ঢাকার উত্তর উপকণ্ঠে (উত্তরা অথবা টঙ্গীতে) আর একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

এমন প্রস্তাবে কেউ যদি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা মুখের কথা নয়, তবে জনসাধারণ জবাব দিবেঃ দেশকে শাসন করা যদি মুখের কথা হয় এবং প্রেসিডেন্ট থেকে সংসদ সদস্যদের বেতন আর পেনশন বৃদ্ধি ও পাস করানো যদি মুখের কথা হয়, তবে দেশের কিশোর ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগদানের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা তথা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা মুখের কথা হবে না কেন?